বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশন



সংবিধান

বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশন
বারিধারা ডিওএইচএস
রোড নং- ৫ (পূর্ব), হাউস নং- ৩৫২ (নীচতলা)
ঢাকা-১০০০।

সূচীপত্র

ধারা-১	:	শিরোনাম, সংজ্ঞা ও পরিচিতি।
ধারা-২	:	প্রধান কার্যালয় ও বর্তমান ঠিকানা।
ধারা-৩	:	এসোসিয়েশন পতাকা এবং প্রতিক।
ধারা-৪	:	এসোসিয়েশন কার্যক্রমের ধারা।
ধারা-৫	:	লক্ষ্য উদ্দেশ্য
ধারা-৬	:	অধিভুক্ত সংগঠনসমূহ।
ধারা-৭	:	বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদ।
ধারা-৮	:	কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন।
ধারা-৯	:	নির্বাচন।
ধারা-১০	:	সাধারন পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ও বার্ষিক সাধারণ সভা।
ধারা-১১	:	কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল।
ধারা-১২	:	কার্য বৎসর।
ধারা-১৩	:	এসোসিয়েশন তহবিল।
ধারা-১৪	:	কার্যক্রম পরিদর্শন ও হিসাব পর্যবেক্ষন
ধারা-১৫	:	অর্থ বৎসর।
ধারা-১৬	:	কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা।
ধারা-১৭	:	পরিষদ এবং উপ-পরিষদ গঠন।
ধারা-১৮	:	সভার বিজ্ঞপ্তি।
ধারা-১৯	:	সভার কোরাম।
ধারা-২০	:	নির্বাহী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।
ধারা-২১	:	অধিভুক্ত সদস্য বিষয়ক নীতিমালা।
ধারা-২২	:	অধভূক্ত সংস্থার চাঁদা।
ধারা-২৩	:	অধিভুক্ত বাতিল।
ধারা-২৪	:	বিশেষ সভা ও তলবী সভা।
ধারা-২৫	:	অধিভুক্ত সংস্থা আয়োজিত প্রতিযোগিতা।
ধারা-২৬	:	বিদেশী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও বিদেশী দলকে আমন্ত্রণ।
ধারা-২৭	:	প্রতিযোগিতার বিধি ও উপ-বিধি।
ধারা-২৮	:	খেলোয়াড় নিবন্ধীকরণ।
ধারা-২৯	:	সংবিধানের ব্যাখ্যা।
ধারা-৩০	:	মধ্যস্থতাকারী।
ধারা-৩১	:	আপীল কর্তৃপক্ষ।

১.১ **নাম :**

* এই সংস্থা "বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশন" নামে পরিচিত হবে।

* (FITB) আন্তর্জাতিক চুকবল ফেডারেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই এসোসিয়েশন ভবিষ্যতে "বাংলাদেশ চুকবল ফেডারেশন" বলে পরিগনিত হবে।

১.২ **সংবিধান :**

এই সংবিধান বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশনের সংবিধান নামে পরিচিত হবে যাহা সংক্ষেপে **"বি টি এ"** নামে অভিহিত হবে।

১.৩ **মর্যাদা :**

বি টি এ বাংলাদেশ চুকবল কর্মকান্ডের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.৪ **দাপ্তরিক ভাষা :**

বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশনের দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা। তবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বি টি এ দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা যাবে। দেশের অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রেও প্রয়োজনবোধে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা যাবে।

সংজ্ঞা :

১.৫ **এসোসিয়েশন :**

এসোসিয়েশন বলতে বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশনকে বুঝাবে।

১.৬ **অধিভুক্ত সংস্থা :**

অধিভুক্ত সংস্থা (Affiliated Organization) বলতে সরাসরি বি টি এ এর ক্রীড়া কর্মকান্ডের সাথে বৈধভাবে জড়িত থাকা সংস্থাকে বুঝাবে।

১.৭ **সাধারন পরিষদ :**

সাধারন পরিষদ (General Council) বলতে এসোসিয়েশনের অধিভুক্ত সব সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত পরিষদ বুঝাবে।

১.৮ **কার্যনির্বাহী পরিষদ :**

কার্যনির্বাহী পরিষদ (Executive Committee) বলতে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদকে বুঝাবে।

১.৯ **এসোসিয়েশনের সদস্য :**

এসোসিয়েশনের সদস্য বলতে কেবলমাত্র নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের বা সাধারণ সদস্যকে বুঝাবে।

১.১০ **পরিষদ :**

পরিষদ বা উপ-পরিষদ বলতে এসোসিয়েশনের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের অধিনস্ত্য সকল পরিষদ বা উপ-পরিষদকে বুঝাবে।

১.১১ **এফ.আই.টি.বি. (FITB) :**

এফ.আই.টি.বি বলতে ইন্টারন্যাশনাল চুকবল ফেডারেশনকে বুঝাবে।

১.১২ **এ.পি.টি.বি.এফ. (APTBF) :**

এ.পি.টি.বি.এফ বলতে এশিয়া প্যাসিফিক চুকবল ফেডারেশনকে বুঝাবে।

ধারা-২ : প্রধান কার্যালয় ও বর্তমান ঠিকানা

এসোসিয়েশনের সদর দপ্তর ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত হইবে। এসোসিয়েশনের বর্তমান ঠিকানা বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশন, বারিধারা ডিওএইচএস, রোড নং- ৫ (পূর্ব), হাউস নং- ৩৫২ (নীচতলা), ঢাকা-১০০০। অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে একটি শাখা কার্যালয় থাকবে।

ধারা-৩ : এসোসিয়েশনের প্রতিক ও পতাকা

সাদার উপর লাল সবুজ রংয়ের চুকবল বল অংকিত এবং বলের গায়ে সাদা রং দ্বারা ইংরেজিতে বি টি এ লেখা থাকবে। ব্রাউন চতুস্কোণ বর্ডার এর বাইরে বাংলা ও ইংরেজিতে এসোসিয়েশনের নাম লেখা চিহ্নটি এসোসিয়েশনের প্রতিক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

পতাকার ক্ষেত্রে ৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩ ফুট প্রস্থ সাদা কাপড়ের মধ্যস্থানে এসোসিয়েশনের প্রতিক চিহ্ন থাকবে।

ধারা-৪ : এসোসিয়েশনের কার্যক্রমের আওতা

সমগ্র বাংলাদেশের চুকবল কার্যক্রম ও সকল এফিলিয়েটেড চুকবল ক্লাব/সংস্থা/সংগঠন/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই এসোসিয়েশনের আওতাধীন থাকবে।

ধারা-৫ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৫.১ বাংলাদেশ চুকবল এর প্রসার, মান উন্নয়ন এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে এসোসিয়েশনের সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে বাংলাদেশের চুকবল উন্নয়ন, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা।

৫.২ স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুকবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৫.৩ চুকবল খেলায় উৎকর্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বিদেশে আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতা, আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা, এশীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা এবং বিশ্ব পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনের কার্যকর প্রয়াস গ্রহন।

৫.৪ বিশেষ কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পূর্বে জাতীয় দলের মান যাচাই, দল গঠন, কৌশল নির্ধারণ ও দলীয় খেলোয়াড়দের আস্থাশীল করার লক্ষ্যে দেশে বা বিদেশে প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করা।

৫.৫ জাতীয় দলের প্রশিক্ষণের জন্য দেশী বা বিদেশী কোচ বা উভয় সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ শিবির এর পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

৫.৬ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চুকবল প্রশিক্ষণ কোর্স ও প্রশিক্ষনের সংশ্লিষ্ট সেমিনারে প্রশিক্ষনের বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশের প্রশিক্ষকদের অংশগ্রহনের প্রচেস্টা চালানো।

৫.৭ দেশের চুকবল প্রতিযোগিতা উন্নতমানের পরিচালনার জন্য রেফরীজ প্রশিক্ষণ কোর্স, রেফারীজ ক্লিনিকের ব্যবস্থা করা এবং আন্তর্জাতিক রেফারী তৈরীর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫.৮ নতুন ও উন্নত চুকবল প্রজন্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব চুকবল এবং স্কুল চুকবল প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা।

৫.৯ আঞ্চলিক, মহাদেশীয় এবং বিশ্ব চুকবল সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ রক্ষা করা।

৫.১০ চুকবল খেলাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন মাত্রা ও আর্থিক আকর্ষনীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৫.১১ পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে চুকবলের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা।

৫.১২ এফ.আই.টি.বি (FITB) ও এ.পি.টি.বি.এফ (APTBF) এর শর্তাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও যথাযথভাবে অনুসরণ এবং যথাসময়ে নিবন্ধীকরণ চাঁদা প্রদান।

৫.১৩ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বি ও এ এর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা ও তাদের সাহায্য সহযোগিতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।

৫.১৪ জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে চুকবল খেলার বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান।

৫.১৫ চুকবল খেলার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা।

৫.১৬ দরিদ্র ও খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের কল্যাণে সহায়তা করা

৫.১৭ সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন সমূহকে মুঞ্জুরী সুবিধাদি প্রদান করা।

৫.১৮ চুকবল খেলার উপর বই, পত্রিকা, স্মরণীকা প্রকাশ ও গ্রন্থগার স্থাপন।

৫.১৯ এসোসিয়েশনের নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করা।

ধারা-৬ : অধিভূক্ত সংগঠনসমূহ

৬.১ জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা/টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত সংস্থা সমূহ বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশনের সাথে সংযুক্ত থাকবে-

(ক) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
(খ) বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
(গ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
(ঘ) বাংলাদেশ রাইফেলস ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
(ঙ) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদ বোর্ড।
(চ) বাংলাদেশ আনসার ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
(ছ) প্রতিটি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।
(জ) প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়।
(ঝ) জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া পরিচালনা পরিষদ।
(ঞ) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বি.কে.এস.পি)।
(ট) শিল্প সংস্থা/ক্রীড়া সংস্থা/বিভিন্ন বোর্ড ও কর্তৃপক্ষ।

ধারা-৭ : বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদ

এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদ নিম্নবর্ণিতভাবে গঠিত হবে-

৭.১ প্রতিটি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে একজন প্রতিনিধি।

৭.২ প্রতিটি জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে একজন প্রতিনিধি নিম্নবর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে-

(ক) নির্বাচন বছরের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বছরের মধ্যে কমপক্ষে ১ (এক) বছর জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ অথবা

(খ) জাতীয় প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে জোনাল প্রতিযোগিতায় নির্বাচনী বছরের পূর্বে পর পর ২ (দুই) বছর অংশগ্রহণ অথবা

(গ) যে সকল জেলায় পর পর ১ (এক) বছর জেলা পর্যায়ে কমপক্ষে ৬ (ছয়)টি দলের সমন্বয়ে লীগ/প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করে।

৭.৩ ধারা-৬ এ বর্ণিত সংস্থা থেকে একজন করে প্রতিনিধি (চুকবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ অথবা চুকবল কার্যক্রম গ্রহণ সাপেক্ষে)।

৭.৪ প্রাক্তন খেলোয়াড়/সংগঠক/চুকবল খেলায় জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংগঠন কর্তৃক পুরস্কৃতদের মধ্য থেকে এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত সর্বমোট ২ (দুই) জন প্রতিনিধি।

৭.৫ চুকবল এসোসিয়েশন তার আওতাধীন লীগ কমিটির মাধ্যমে লীগ পরিচালনা করলে কমিটির সাথে সংযুক্ত ক্লাব সমূহ যারা বিভিন্ন পর্যায়ে লীগ খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে তারা নিম্নবর্ণিত হারে প্রতিনিধি প্রেরণ করবে (নির্বাচনের অব্যাবহিত পূর্বে লীগ খেলার উপর ভিত্তি করে প্রতিনিধি নির্ণীত হবে)।

(ক) প্রথম বিভাগ লীগে অংশগ্রহণকারী দলের ১ (এক) জন করে প্রতিনিধি (৬নং ধারায় বর্ণিত অংশগ্রহণকারী সংস্থা কোন প্রতিনিধি প্রেরণ না করলে)।

(খ) সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলের ১ (এক) জন করে প্রতিনিধি (৬নং ধারায় বর্ণিত অংশগ্রহণকারী সংস্থার কোন প্রতিনিধি প্রেরণ না করলে)।

৭.৬ ক্রীড়া পরিদপ্তরের ১(এক) জন প্রতিনিধি।

৭.৭ জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ১(এক) জন প্রতিনিধি।

৭.৮ আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া বোর্ডের ১(এক) জন প্রতিনিধি।

৭.৯ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন প্রতিনিধি।

৭.১০ বাংলাদেশ চুকবল রেফারীজ এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন

ধারা-৮ : কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন

সভাপতি	:	১জন
সহ-সভাপতি	:	৪জন
সাধারণ সম্পাদক	:	১জন
সহ-সাধারণ সম্পাদক	:	২জন
কোষাধ্যক্ষ	:	১জন
সদস্য	:	২০জন
মোট	:	২৯জন

কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৯ (উনত্রিশ) জনের কম বেশি হতে পারে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। একজন ব্যতীত অবশিষ্ট সকল সদস্য নির্বাচিত হবেন। ৪ (চার) জন সহ-সভাপতি। সদস্যদের মধ্যে ২ (দুই) জন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হবেন। তিনি দেশীয় চুকবল জাতীয় স্বীকৃতি প্রাপ্ত ক্রীড়ানুরাগী হবেন।

৮.১ সাধারণ পরিষদ কিংবা নির্বাচিত পরিষদের যে কোন সদস্য এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র বিরোধী বা নীতি বর্হিভূত কাজের জন্য সভাপতি নির্বাহী পরিষদ তাদের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে পরবর্তী সাধারণ সভায় উহা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

ধারা-৯ : নির্বাচন

৯.১ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আইনের ২০ ধারা মতে এসোসিয়েশনের সভাপতি সরকার কর্তৃক সরাসরি মনোনীত/নির্বাচিত হবেন।

৯.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি (৪ জন), সাধারণ সম্পাদক (১ জন), সহ-সাধারণ সম্পাদক (২ জন) কোষাধ্যক্ষ (১ জন) ও সদস্যগণ (১৮ জন) সাধারণ পরিষদের সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

৯.৩ গোপন ব্যালটে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিয়ম অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৯.৪ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নিয়ম অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৯.৫ সংবিধানের উল্লেখিত ধারার শর্ত মোতাবেক ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

৯.৬ ভোটারদের মধ্যে থেকে যে কোন ভোটার কেবল মাত্র সভাপতির পদ ছাড়া যে কোন পদের প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা রাখবেন।

৯.৭ একজন প্রার্থী কেবলমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবেন।

৯.৮ নির্বাচন প্যানেল ভিত্তিতে অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রার্থীতা হতে পারে। প্যানেল ভিত্তিক নির্বাচনে এক ব্যক্তি দু'টি প্যানেলে প্রর্থীতা অর্জন করতে পারবেন না অথবা একটি প্যানেলে একটি পদের বা অন্য প্যানেলে অন্য একটি পদের জন্য প্রার্থীতা অর্জন করতে পারবেন না।

৯.৯ কার্যনির্বাহী পরিষদ (সভাপতি ছাড়া) যে কোন সদস্যের পদত্যাগ, মৃত্যু, অপসারণ, অপ্রকৃতস্থ বা আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত হয়ে পদ শুন্য হলে সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে উক্ত পদ পূরণ করতে পারবেন।

৯.১০ নির্বাচনের ফলাফল প্রার্থীর ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা অনুসারে সহ-সভাপতি ১, ২, ৩, ৪; সহ-সাধারণ সম্পাদক ১ ও ২ এবং সদস্যদের ক্ষেত্রে ভোট প্রাপ্তির সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে ফলাফল ক্রমানুসারে স্থান নির্ধারণ করবেন।

৯.১১ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে এসোসিয়েশনের সভাপতি ব্যতিত নির্বাহী কমিটির নির্বাচন ইচ্ছুক সকল সদস্য পদত্যাগ করবেন। নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রয়োজনীয় দলিল ও তথ্য প্রদান করতে হবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ইস্তেহার প্রদান করবেন। সভাপতি ফেডারেশনের স্টাফ দিয়ে নিজে এবং নির্বাহী পরিষদের মূখ্য কর্মকর্তা ছাড়া অন্য যেকোন সদস্যকে নিয়ে দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাবেন। তবে এই সময় কোন নীতিগত বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।

৯.১২ নির্বাচনের নুন্যতম ২১ দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষণা করবেন।

৯.১৩ নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে ফলাফল প্রকাশ করবেন এবং ফলাফল ঘোষণার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নতুন পরিষদ কার্যভার গ্রহণ করবেন। নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক পূর্ববর্তী সাধারণ সম্পাদকের নিকট থেকে আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব বুঝে নিবেন।

ধারা-১০ : সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও বার্ষিক সাধারণ সভা

১০.১ দায়িত্ব ও ক্ষমতা :

সাধারণ পরিষদ দুই তৃতীয়াংশ ভাগ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সংবিধানের যে কোন ধারা সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করতে পারবেন।

১০.২ সাধারণ পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করবেন। বিগত বছরের কর্মকান্ডের প্রতিবেদন সাধারণ পরিষদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

১০.৩ সাধারণ পরিষদ পরবর্তী বাজেট অনুমোদন, অডিটর নিয়োগ এবং বাৎসরিক ক্রীড়াপঞ্জী অনুমোদন করবেন।

১০.৪ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা :

(ক) প্রতি বছর অন্তর জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অথবা এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক স্থিরকৃত অন্য কোন তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৈরির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা, সংস্থা এবং ক্লাব থেকে প্রতিনিধির নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রনয়ন (নাম ও পদবীসহ) বার্ষিক সাধারণ সভার এক মাস পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক সভার আলোচ্যসূচী :

১) সংবিধান বিষয়ক আলোচনা (পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, অনুমোদন ইত্যাদি)।

২) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন (নির্বাচনী বছরে)।

৩) সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন।

৪) অডিটকৃত আয় ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।

৫) অডিটর নিয়োগ।

৬) বাৎসরিক ক্রীড়াপঞ্জীর আনুষ্ঠানিক অনুমোদন।

৭) প্রয়োজনীয় যে কোন বিষয়ে আলোচনা ও অনুমোদন (সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে)।

(ঙ) আলোচ্যসূচীর যে কোন সিদ্ধান্ত (সংবিধান ব্যতীত) সর্বসম্মতিক্রমে সংখ্যগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে করতে হবে।

(চ) সংবিধান বিষয়ক যে কোন সিদ্ধান্ত কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যর সম্মতিতে গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) মোট সদস্যের তিন ভাগের এক ভাগ সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

(জ) সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য জেলা বা সংস্থা সমূহ হতে আগত প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রতিনিধিদের সম্মানী দেওয়া হবে।

ধারা-১১ : কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ

এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর। নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হতে এর মেয়াদ কার্যকারী হবে।

ধারা-১২ : কার্য বৎসর

ক) বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশনের কার্যকাল ধরা হবে ১ জুলাই থেকে পরবর্তী বছরের ৩০ জুন।

খ) এই বছরের ভিত্তিতেই ক্রীড়াপঞ্জী ও বাজেট এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত করতে হবে।

ধারা-১৩ : এসোসিয়েশনের তহবিল

ক) সরকার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বাংলাদেশ অলিম্পিক কমিটি হতে প্রাপ্ত অনুদান, বিদেশ হতে প্রাপ্ত অনুদান, পৃষ্ঠপোষক, ব্যক্তি বা সংস্থা হতে প্রাপ্ত চাঁদা/দান, টিকিট বা বিজ্ঞাপন লব্ধ হতে প্রাপ্ত অর্থ জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও এফিলিয়েটেড অন্যান সংস্থা এবং লীগের এফিলিয়েশন ফি হতে প্রাপ্ত অর্থ হবে এসোসিয়েশনের তহবিলের উৎস।

খ) এসোসিয়েশনের তহবিল এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকে রক্ষিত থাকবে।

গ) এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ নিজস্ব হিসাব পরিচালনার পদ্ধতি অনুমোদন করতে হবে।

ধারা-১৪ : কার্যক্রম পরিদর্শন ও হিসাব পর্যবেক্ষন

ক) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ সংক্ষিপ্ত নোটিশে এসোসিয়েশনের যেকোন কার্যক্রম পরিদর্শন করতে পারবেন।

খ) মন্ত্রণালয় বা ক্রীড়া পরিষদের জারীকৃত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসোসিয়েশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যবেক্ষন করতে পারবেন।

গ) প্রতি অর্থ বছর শেষে ১৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভার পূর্বেই মনোনীত অডিটরের মাধ্যমে অডিট সম্পন্ন করতে হবে, যাহাতে সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা যায়।

ঘ) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্ট চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে যা মন্ত্রণালয়/ক্রীড়া পরিষদে দাখিল করতে হবে।

ধারা-১৫ : অর্থ বৎসর

অর্থ বছর ধরা হবে ১ জুলাই হতে পরবর্তী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত।

ধারা-১৬ : কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

ক) এসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বছরে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) টি নিয়মিত সভায় মিলিত হবে।

খ) এসোসিয়েশনের সকল সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করবে।

গ) এসোসিয়েশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

ঘ) অধিভুক্ত সকল সংস্থা ও সদস্যদের শৃংখলা ভংগের বিধান করবে এবং বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করবে।

ঙ) এসোসিয়েশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পরিষদ ও উপ-পরিষদ গঠন করবে এবং পরিষদ ও উপ-পরিষদের সিদ্ধান্ত ও কার্যবলী সঠিক বাস্তবায়নে লক্ষ্য রাখবে।

চ) কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করবে।

ছ) সর্বক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে কোন অধিভূক্ত সংস্থা বা সদস্য কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে লিখিত প্রতিবাদ করলে সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য সেই লিখিত লিপি গ্রহন করবে।

জ) প্রয়োজনে ঢাকার বাহিরে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার আয়োজন করা যাবে।

ধারা-১৭ : পরিষদ ও উপ-পরিষদ

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ তার প্রথম সভায় নিম্নবর্ণিত উপ-পরিষদ সমূহ গঠন করবে। তবে সাধারণ সম্পাদক উপ-পরিষদ এর একটি খসড়া তৈরি করে সভায় পেশ করতে পারে এবং সভায় আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে পূর্ণাঙ্গ উপ-পরিষদ সমূহের অনুমোদন লাভ করবেন।

খ) সব উপ-পরিষদে সাধারণ সম্পাদক অথবা তার মনোনীত সহ সাধারণ সম্পাদকের মধ্য থেকে পদাধিকার বলে যে কোন একজন সদস্য থাকবে।

গ) যে সব উপ-পরিষদের কর্মকান্ডে অর্থ আয়-ব্যয়ের যোগ থাকবে, পদাধিকার বলে কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য থাকতে পারে।

ঘ) উপ-পরিষদ সমূহ প্রয়োজন বোধে সভাপতি মহোদয়ের অনুমোদক্রমে চুকবল এসোসিয়েশনের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত উপ পরিষদ গঠন করা যাবে। নিম্নোক্ত উপ-পরিষদগুলো ছাড়াও অন্যান্য যে কোন উপ-পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। কার্যনির্বাহী পরিষদ আলোচ্য উপ-পরিষদ সমূহ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করার অধিকার সংরক্ষণ করবে।

১) বাছাই উপ-পরিষদ।
২) প্রশিক্ষণ উপ-পরিষদ।
৩) উন্নয়ন উপ-পরিষদ।
৪) টেকনিক্যাল উপ-পরিষদ।
৫) টুর্ণামেন্ট উপ-পরিষদ।

ঙ) উপ-পরিষদের কর্মদক্ষতায় এসোসিয়েশন সন্তুষ্ট না হলে প্রয়োজনবোধে উপ-পরিষদ এর কোন সদস্য বা উপ-পরিষদ বাতিল করে নতুন উপ-পরিষদ গঠন করতে পারবে বা সাময়িকভাবে উপ-পরিষদ এর কাজ এসোসিয়েশন সরাসরি পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখবে। তবে এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।

ধারা-১৮ : সভার বিজ্ঞপ্তি

ক) সুনির্দিষ্টভাবে অন্তত : ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

খ) সুনির্দিষ্টভাবে কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

গ) সুনির্দিষ্টভাবে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে উপ-পরিষদের সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

ঘ) সকল পরিষদ ও উপ-পরিষদের জরুরী সভার বিজ্ঞপ্তি ১ (এক) দিন বা ২৪ ঘন্টা পূর্বে জারী করতে হবে।

ঙ) জরুরী সভার কোরামের প্রয়োজন হবে না এবং একটির বেশি আলোচ্যসূচী থাকবে না।

ধারা-১৯ : সভার কোরাম

ক) সাধারণ পরিষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদ/ উপ-পরিষদ এর এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার "কোরাম" বলে বিবেচিত হবে।

খ) বর্ণিত সভা এবং মুলতবী সভার কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

গ) যে কোন জরুরী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ধারা-২০ : নির্বাহী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা

২০.১ সভাপতি :

ক) তিনি সাধারণ পরিষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

খ) কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পক্ষে বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তিনি নিজের অধিকার ভোট প্রদান করতে পারবেন।

গ) এসোসিয়েশনের সার্বিক পরিচালনা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

২০.২ সহ-সভাপতি :

ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত যে কোন সহ-সভাপতি ক্রমানুসারে সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

খ) সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদ বা কার্যনির্বাহী যে কোন সদস্যকে সভাপতি নির্বাচন করে সভা পরিচালনা করতে পারবে।

২০.৩ সাধারণ সম্পাদক :

ক) তিনি এসোসিয়েশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। তিনি এসোসিয়েশনের কল্যাণ কর্মে নিয়োজিত থাকবেন ও সভাপতির সহিত নিয়োমিত যোগাযোগ রাখবেন।

খ) তিনি সভাপতির অনুমতি গ্রহণ করে সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করবেন এবং পরবর্তী সভায় অনুমোদন করবেন।

গ) তিনি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে এসোসিয়েশন পরিচালনা করবেন।

ঘ) তিনি এসোসিয়েশন কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

ঙ) তিনি সভাপতি অথবা কোষাধ্যক্ষ এর সাথে যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

চ) জরুরী খরচ মেটানোর জন্য তিনি ১০,০০০/ (দশ হাজার) টাকা মাত্র তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে হাতে রাখতে পারবেন অথবা নিজ স্বাক্ষর বলে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করতে পারবেন।

ছ) তিনি বিভিন্ন উপ-পরিষদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ/নির্দেশ জারী করবেন।

জ) তিনি সরকারী অনুদান ছাড়াও প্রতিযোগিতা সু-সম্পন্ন করার জন্য পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ ও অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকবেন।

২০.৪ **সহ- সাধারণ সম্পাদক :**

সহ-সাধারণ সম্পাদকদ্বয় সাধারণ সম্পাদকের দৈনন্দিন কাজকর্মে তাহাকে সহায়তা দিবেন এবং নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে পরিষদ সহ সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে ১ (এক) জনকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করবেন।

২০.৫ **কোষাধ্যক্ষ :**

ক) তিনি এসোসিয়েশনের পক্ষে সব অর্থ সংগ্রহ ও গ্রহণ করবেন। সংগৃহীত অর্থ ব্যাংকে জমা দিবেন এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করবেন।

খ) অডিটর কর্তৃক নির্ধারিত হিসাব এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের তালিকা তিনি সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

গ) তিনি এসোসিয়েশনের তহবিলের সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

ঘ) তিনি এসোসিয়েশনের ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনার অন্যতম যৌথ স্বাক্ষরকারী দায়িত্ব পালন করবেন।

ঙ) উপ-পরিষদগুলোর কার্য সম্পাদনে অর্থের সংশ্লিষ্টতা থাকলে পদাধিকার বলে উক্ত উপ-পরিষদগুলোর সদস্য থাকবেন।

ধারা-২১ : অধিভূক্ত সদস্য বিষয়ক নীতিমালা

ক) বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশনের অধিভূক্ত সকল সদস্য সংস্থা গণতান্ত্রিক ধারায় নির্বাচিত হবে এবং নিজস্ব এলাকায় সকল চুকবল কর্মকান্ড পরিচালনা, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

খ) অধিভূক্ত সংস্থার গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশনের সংবিধান বা নীতি পরিপন্থী হবে না।

গ) প্রতিটি অধিভূক্ত সংস্থা একটি সংবিধানের কপি বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশনে প্রেরণ করবেন।

ঘ) অধিভূক্ত সংস্থা/ক্লাব বৎসরান্তে স্বীয় এলাকার চুকবল কর্মকান্ডের প্রতিবেদন বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশনে প্রেরণ করবেন।

ঙ) স্থানীয় ভাবে চুকবল কর্মকান্ডের ধারবাহিকতা রক্ষা করলে অথবা জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অর্থাৎ জাতীয় যুব, আন্ত:জেলা প্রতিযোগিতা যে কোন একটির একাধারে ২ (দুই) বছর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করলে পরবর্তি সিদ্ধান্ত গ্রহন না করা পর্যন্ত অধিভূক্ত সদস্য বাতিল যোগ্য হবে।

চ) বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশন ও অধিভূক্ত সদস্য সংস্থার মধ্যে বিধিগত বা নীতিগত কোন বিরোধ দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বরে বিবেচিত হবে। এই ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্ব সাপেক্ষে সংবিধানের ধারা- ৩০ (খ) প্রযোজ্য হতে পারে।

ছ) সকল অধিভূক্ত সংস্থা এসোসিয়েশনের বাৎসরিক কর্মকান্ডের সহিত সমন্বয় করিয়া নিজস্ব ক্রীড়াপঞ্জী প্রণয়ন করবে।

ধারা-২২ : অধিভূক্ত সংস্থার চাঁদা

ক) সকল অধিভূক্ত সদস্য সংস্থা বাৎসরিক ১০০/- (একশত) টাকা হারে অধিভূক্ত টাকা বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশন বরাবর ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে প্রেরণ করবে। অধিভূক্ত অগ্রিম চাঁদা প্রতি বছর ৩০ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পর পর ২ (দুই) বছর অধিভূক্ত চাঁদা বকেয়া পড়লে অধিভূক্ত যোগ্যতা সাময়িকভাবে বাতিল হবে।

খ) প্রথম বিভাগ লীগের প্রত্যেক সদস্য নির্ধারিত এফিলিয়েশন ফি হিসেবে প্রতি বছর ১০০/- (একশত) টাকা ও প্রবেশ ফি বাবদ ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা হারে এসোসিয়েশন বরাবর প্রদান করবে। কোন সংস্থা কোন বছর এফিলিয়েশন ফি জমা না দিলে সে বছর পথম বিভাগ লীগে বা এসোসিয়েশন পরিচালিত কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

গ) অধিভূক্ত সংস্থার চাঁদা বকেয়া পড়লে স্বীয় সংস্থার প্রতিনিধি এসোসিয়েশন বা তাহার অংগ প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ততার অধিকার হারাবে।

ধারা-২৩ : অধিভূক্ত দলিল

ক) কোন অধিভূক্ত সংস্থার অধিভূক্ত চাঁদা বকেয়া পড়লে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক শাস্তি যোগ্য হবে।

খ) কোন অধিভূক্ত সংস্থা এসোসিয়েশনের নীতিমালার পরিপন্থী কোন কাজে জড়িত হলে এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করবে।

গ) শৃংখলা ভংগ, রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকান্ডে কোন সংস্থা আদালত কর্তৃক দন্ডিত হলে তাদের অধিভূক্তি একতরফাভাবে বাতিল হবে।

ধারা-২৪ : বিশেষ সভা ও তলবী সভা

ক) সাধারণ পরিষদ দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এসোসিয়েশনের সভাপতি যে কোন সময় নূন্যপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে বিশেষ তলবী সভা আহবান করতে পারবেন।

খ) সাধারণ পরিষদ বা কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সভা যদি কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত না হয়, তবে মূল তারিখ ও সময়ের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে। এরূপ ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ধারা-২৫ : অধিভূক্ত সংস্থার আয়োজিত প্রতিযোগিতা

ক) বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশন প্রতি বছর মৌসুম শুরুতে তার কর্মকান্ড ও অন্য কোন অধিভূক্ত সংস্থার সংযুক্তি প্রাপ্ত প্রতিযোগিতার একটি তালিকা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবহিত করবে।

খ) কোন অধিভূক্ত সংস্থা এসোসিয়েশনের এফিলিয়েটেড কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের জন্য এসোসিয়েশনের পূর্ব লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে না।

ধারা-২৬ : বিদেশী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং বিদেশী দলকে আমন্ত্রণ

ক) এসোসিয়েশনের অধিভূক্ত কোন সদস্য সংস্থা নিজস্ব প্রচেষ্টায় বিদেশে চুকবল দল প্রেরণ করার পূর্বে এসোসিয়েশনের অনুমতি গ্রহণ করবে।

খ) বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশনের অধিভূক্ত কোন সংস্থা নিজ প্রচেষ্টায় কোন বিদেশী সংস্থা/দলকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানাতে আগ্রহী হলে পূর্বেই এসোসিয়েশনের অনুমতি গ্রহণ করবে।

ধারা-২৭ : প্রতিযোগিতার বিধি ও উপ-বিধি

ক) এসোসিয়েশন আয়োজিত ও পরিচালিত সকল প্রতিযোগিতায় ভিন্ন ভিন্ন বিধি ও উপ-বিধি থাকবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা পরিচালিত হবে।

খ) এসোসিয়েশন অধিভুক্ত কোন সংস্থা উন্মুক্ত বা আমন্ত্রনমূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার পূর্ণাঙ্গ বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন এবং এসোসিয়েশনের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

ধারা-২৮ : খেলোয়াড়দের নিবন্ধিকরণ

ক) বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশনের সহিত অধিভূক্ত সংস্থার সকল খেলোয়াড় এসোসিয়েশনের সাথে নিবন্ধিকৃত হবে। উপযুক্ত নিবন্ধিকরন ব্যতীত কোন খেলোয়াড় কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

খ) নিবন্ধিকৃত যে কোন খেলোয়াড় জাতীয় স্বার্থে অথবা এসোসিয়েশনের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক এসোসিয়েশনে উপস্থিত ঘোষণা করতে বাধ্য থাকবেন এবং সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় এর নিয়ন্ত্রক সংস্থা/দল তাৎক্ষণিকভাবে সেই খেলোয়াড়কে ছাড়পত্র প্রদান করবে।

ধারা-২৯ : সংবিধানের ব্যাখ্যা

ক) এই সংবিধানে লিপিবদ্ধ হযনি এমন কোন বিষয় এবং সংবিধানের যে কোন ধারা ও উপ-ধারা সম্পর্কে এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং উহা মেনে চলা সংশ্লিষ্ট সকলের উপর বাধ্যতামূলক হবে।

খ) সংবিধানের কোন ধারা, উপ-ধারা তথ্য সংক্রান্ত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না। অবশ্য সংবিধানের ধারা, উপ-ধারা অথবা তথ্য সংক্রান্ত ব্যাখ্যার আলোকে কোন আইনানুগ জটিলতা দেখা দলে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে জটিলতার সমাধান করা যেতে পারে।

ধারা-৩০ : মধ্যস্থতাকারী

এসোসিয়েশনের সকল নিবন্ধিকৃত সংস্থা/খেলোয়াড়/কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন বিতর্কিত বিষয়ে আদালতের শরণাপন্ন না হয়ে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতার বা গ্রহণযোগ্য মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে। তৃতীয় কোন মধ্যস্থতাকারী মনোনয়ন করা যেতে পারে। মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং কোন পক্ষই গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না।

ধারা-৩১ : আপীল কর্তৃপক্ষ

ক) এসোসিয়েশন কর্তৃক আরোপিত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে আপীল করা যেতে পারে এবং উক্ত আপীল পর্যালোচনাক্রমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

খ) দন্ডাদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোন আপীল পাওয়া না গেলে উহা বিবেচনায় আনবে না।

গ) খেলা চলাকালীন সময়ে রেফারী প্রদত্ত কোন দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে ক্রীড়া পরিষদে বা মন্ত্রণালয়ে অথবা আদালতে কোন আপীল করা যাবে না।